গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

১-৯-৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরনী।

গত ০১-০৯-৯৭ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহবায়ক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব আবদুর রাজ্জাক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগনের তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে সংযুক্ত করা হইল।

২। সভার প্রারম্ভে সভাপতির সম্মতিক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃএ.টি.এম,শামসুল হুদা উপস্থিত সদস্যগনকে এই মর্মে অবহিত করেন যে গত ১৮ মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে আহবায়ক করিয়া ১৫ সদস্য বিশিষ্ট "নির্বাহী কমিটি" গঠন করা হইয়াছে। দেশের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীতব্য 'জাতীয় পানি নীতি" চূড়ান্তকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন করা এই কমিটির প্রধান কাজের একটি। তিনি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিপালন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এই প্রসংগে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানি ব্যবহারকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে ১৯৯৫-২০১০ সাল অর্থাৎ আগামী ১৫ বৎসরে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহীতব্য কলাকৌশল ও প্রস্তাবাবলী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হইলেও কেবল মাত্র কৃষি মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রণালয় হইতে এই সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যায় নাই।

৩। এই পর্যায়ে আলোচনায় অংশ গ্রহন করিয়া মাননীয় কৃষি মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, পানি ব্যবহারকারী সকল মন্ত্রণালয় হইতে সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে আলোচনাক্রমে জাতীয় পানি নীতি চূড়ান্তকরন যুক্তিসংগত হইবে।

৪। মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী তাঁহার বক্তব্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীকে পানি নীতির একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে অভিহিত করেন। বাঁধের উপরে ভূমিহীন পরিবারবর্গকে পুনর্বাসন করা হইলে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী বিঘ্নিত হইবে মর্মে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বাঁধের উপরে বসবাসকারীরা বাঁধের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করিবে এবং রোপন করা গাছপালা কাটিয়া নষ্ট করিবে। সভাপতি উক্ত বক্তব্য সমর্থন করেন।

৫। পরিকল্পন কমিশনের সদস্য ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ বনায়ন কার্যক্রম গতিশীল করিবার জন্য বাঁধের উপরে বৃক্ষ রোপন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিয়া সভাকে অবহিত করেন যে ,পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের উপর বনায়নের ব্যাপারে গাছের চারা নির্বাচনের জন্য বন অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে বিরাজমান মতবৈততা নিরসনের উদ্দেশ্যে বিগত ৩১-০৮-৯৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতামত অনুযায়ীই গাছের চার নির্বাচন করিয়া বাঁধের বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে। জলাধারসমূহে আরো অধিক পরিমানে মৎস্য চাষের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যও তিনি আহবান জানান।

৬। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জাতীয় পানি নীতি প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সভাকে অবহিত করেন যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ National drinking water and sanitation বিষয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়নের কাজ শুরু করিয়াছে। এই নীতিমালা চূড়ান্তকরনের পরে স্থানীয় সরকার বিভাগ তাহাদের strategy চূড়ান্ত করিয়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জানাইবে। ক্ষুদ্রাকার সেচ বিষয়টিও জাতীয় পানি নীতিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৭। পানি সম্পদ সচিব উল্লেখ করেন যে, মাঠ পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ড(পাউবো) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) কাজের মধ্যে দ্বৈততা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই প্রসংগে তিনি সাতক্ষীরা-আশাশুনিতে পাউবো নির্মিত বাঁধে এলজিইডি কর্তৃক কালভার্ট নির্মান,মাসকাটা খাল প্রকল্প এবং পশুর নদীতে ক্রস বাঁধ নির্মানের ফলে সৃষ্ট ত্রুটিসমূহ/সমস্যার বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দুইটি দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক।

৮। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এই প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, থানা সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে এলজিইডি তাহাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন করিয়া থাকে। ঐ কমিটিতে পাউবোর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত আছেন। তিনি আরো জানান যে, এলজিইডি-র কাজ প্রকল্পভিত্তিক হইয়া থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনক্রমেই এই প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হইতেছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কোন প্রকল্পে সমস্যার উদ্ভব হইলে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিয়া স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী থানা/ইউনিয়ন প্ল্যান বুকের সাহায্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেন। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান) বলেন যে মাঠ পর্যায়ে দুই পক্ষের কাজের মধ্যে সমন্বয়ে কোন প্রকার দ্বৈততা সৃষ্টি না হওয়ার শর্তে পরিকল্পনা কমিশন এই সমস্ত প্রকল্প অনুমোদন করিয়াছে।

৯। আলোচনায় অংশ গ্রহন করিয়া কৃষি সচিব বলেন যে, পানি প্রধানতঃ (ক) পানীয়, (খ) সেচ এবং (গ) নৌ-চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পানির একই উৎসের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সেচ কাজে পানি ব্যবহার করিবার সময় ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে রাখিয়াই নদী /খালের তীরস্থ উজান/ভাটি এলাকায় জনগনের সুবিধা/অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ। এতদসংক্রান্ত বিরাজমান বিধি-বিধানসমূহ পরীক্ষা করিয়া বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানের উদ্দেশ্যে সুসমন্বিত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের জন্যও তিনি প্রস্তাব করেন।

১০। সভাপতি, পাউবো এবং এলজিইডি-র কর্মকান্ড সম্পাদনে যে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া উহা সমাধানের সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। সভাপতি তাঁহার বক্তব্যে বলেন যে ভবিষ্যতে জন সংখ্যা বৃদ্ধি, পানির বহুবিধ ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পানির অপর্যাপ্ততার কারনে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হইবে। কাজেই পানির সুষ্ঠ ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার (**Maximum effective use**) নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ভূ-গর্ভস্থ পানির (**Ground water**) উপর চাপ কমাইয়া ভূ-পরিস্থ পানি (**Surface water**) অধিকহারে ব্যবহার করা আবশ্যক। পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে আর্সেনিক সমস্যার মত মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা যাহাতে সৃষ্টি না হয় সে বিষয়েও চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। জলাধারগুলি সংরক্ষন, নদী খননকৃত মাটির সর্বোত্তম ব্যবহার, পুনর্বাসন, বনায়ন ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে তাহাদের কলাকৌশল (**strategy**) পাঠাইবার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

১১। সভায় পাউবো-র সংশোধিত খসড়া অধ্যাদেশ সম্পর্কে আলোচনাকালে অধিকাংশ সদস্য এই বিষয়টি "জাতীয় পানি নীতি" চূড়ান্ত হইবার পরে বিবেচনা করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

১২। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ-

(১) পাউবো এবং এলজিইডি-র কাজে মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের উদ্দেশ্যে বিরাজমান বিধি-বিধানসমূহ পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পানি সম্পদ সচিবের নেতৃত্বে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগনের সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হইবে ঃ -

(ক)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
(খ)	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(গ)	সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঘ)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(ঙ)	ডঃ মাইনুল নিশাত, অধ্যাপক, বুয়েট	- সদস্য
(চ)	চেয়ারম্যান, বাপাউবো	- সদস্য
(ছ)	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	- সদস্য
(জ)	পরিকল্পনা কমিশনের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(ঝ)	স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য

(২) জাতীয় পানি নীতিমালা চূড়ান্তকরনের পরে অনুষ্ঠিতব্য সভায় ৩য় এজেন্ডায় (পানি উন্নয়ন বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত আইনের খসড়া)বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

(৩) পানি ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়সমূহ যাহাদের নিকট হইতে এখনও পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত কলাকৌশল সম্বলিত প্রস্তাবনা ও বিনিয়োগের রূপরেখা (যদি থাকে) পাওয়া যায় নাই, তাহারা ঐ প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর ভূমিহীনদের পুনর্বাসন না করিয়া বিকল্প কোন স্থানে তাহাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

১৩। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সদস্যগনকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষর/-
(আব্দুর রাজ্জাক)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
নির্বাহী কমিটি

নং-পাসম-উঃ৫/৩ফ-২/৯৭/২১৩ তারিখ ঃ ১৫-০৯-১৯৯৭ ইং
৩১-০৫-১৪০৪বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হইল ঃ

১। বেগম সাজেদা চৌধুরী
মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

২। বেগম মতিয়া চৌধুরী
মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

(শেহাব উদ্দিন আহমদ)
উপ-সচিব(উঃ২)

নং-পাসম-উঃ৫/৩ফ-২/৯৭/২১৩ তারিখ ঃ ১৫-০৯-১৯৯৭ইং
৩১-০৫-১৪০৪বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হইলঃ-

১। জনাব এ,এইচ,এম, আবদুল হাই
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২। ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা
সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন।

৪। ডঃ এ,এম,এম, শওকত আলী
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৫। জনাব আইয়ুব কাদরী
সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

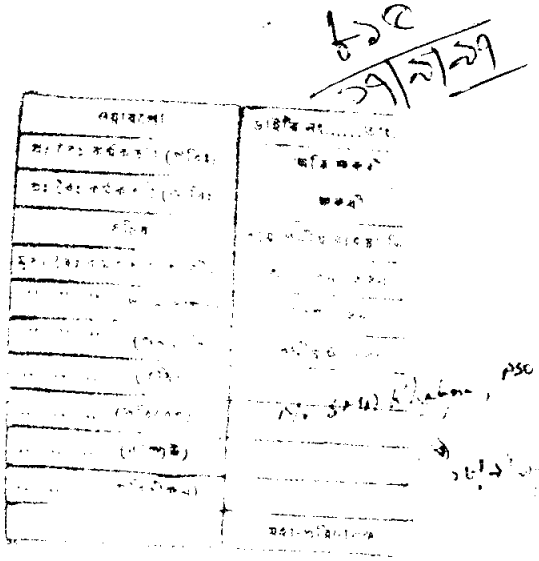

৬। জনাব আহবাব আহমদ
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৭। সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
চেয়ারম্যান, পাউবো, ঢাকা।

৮। ডঃ আইনুন নিশাত
অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

৯। ডঃ মনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১০। মোঃ আবদুল ওয়াহাব,
মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ঢাকা।

(শেহাব উদ্দিন আহমদ)
উপ-সচিব (উঃ২)

১। বেগম সাজেদা চৌধুরী
মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

২। বেগম মতিয়া চৌধুরী
মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব এ, এইচ, এম, আবদুল হাই
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা
সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫। ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন।

৬। ডঃ এ,এম,এম, শওকত আলী
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৭। জনাব মাইনুর কাদরী
সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৮। জনাব আতাবার আহমদ
সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৯। সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
চেয়ারম্যান, পাউবো, ঢাকা।

১০। ডঃ আইনুন নিশাত
অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

১১। ডঃ মনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২। মোঃ আবদুল ওয়াহাব,
মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ঢাকা।

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত সদস্যবর্গ ব্যতীত এই সভায়

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা সমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।